২১ লক্ষ জবকার্ড হোল্ডারের ১০০ দিনের মজুরি মেটাতে মানতেই হবে 'এসওপি'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও নয়াদিল্লি: আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ১০০ দিনের কাজের বঞ্চিত ২১ লক্ষ জবকার্ড হোল্ডারের বকেয়া মজুরি মেটাবে রাজ্য। বিগত দুবছর ধরে এই টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। আর এই টাকা পাঠানোর কাজ ত্রুটিহীন ভাবে করতে একটি 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিডিওর' (এসওপি) জারি করেছে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর। সেই এসওপি অনুযায়ী, উপভোক্তাদের ব্যাঙ্কভিত্তিক চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করার আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁরা ন্যায্য প্রাপক কি না, তা যাচাই করতে হবে। এই কাজের দায়িত্বে থাকবে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত। বিডিওদের দেওয়া নামের তালিকা বা ড্রাফট ওয়েজ পেমেন্ট লিস্ট ধরে তারা যাচাইয়ের কাজ চালাবে। কোনও জায়গায় 'জল মেশানো' থাকলে, তা বাদ দেওয়া হবে। পাশাপাশি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ঠিকঠাক আছে কি না, তাও যাচাইকারীরা নিশ্চিত করবেন।

এসওপি বলছে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাইয়ের কাজের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের কর্মীদের নিয়ে নির্দিষ্ট টিম তৈরি করে দেবে বিডিওরাই। যদি কোনও জবকার্ড হোল্ডারের 'অস্তিত্ব' নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছনো

নির্দেশ নবান্নের

ঠেকাতে সমস্ত ব্যবস্থা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে। আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের ৯০ থেকে ৯৫ দিনের ১০০ দিনের কাজের মজুরি দেওয়া হয়। এমন বহু উপভোক্তাও বকেয়া মজুরি পাবেন ২১ জুলাই। তবে, আবাস যোজনার টাকা পেয়েও যাঁরা বাড়ি শেষ করেনি, তাদের এই ১০০ দিনের টাকা মিলবে না বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মৃত জবকার্ড হোল্ডারদের উত্তরসূরি যারা টাকা পাবেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও যাচাইয়ের কাজে জোর দিতে বলা হয়েছে। এই

কাজের প্রতিটি ধাপ কত তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে তাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে পঞ্চায়েত দপ্তর। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত ড্রাফট ওয়েজ পেমেন্ট লিস্ট বা প্রাপকদের তালিকা তৈরি করার কাজ শেষ করতে হবে। এরপর ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিডিওদের প্রাপকদের ব্যাঙ্ক অনুযায়ী টাকা ছাড়ার নথি তৈরি করে রাখতে হবে।

প্রত্যেক জবকার্ড হোল্ডার যারা টাকা পাবেন তাঁদের প্রত্যেককে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাপত্রও তুলে দেওয়া হবে। এবং, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার মুখে রাজ্যের এই মানবিক উদ্যোগের জোর প্রচার চালাতে হবে জেলা প্রশাসনকে। জানা গিয়েছে, রাজ্যের শাসক দলের তরফেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের মুখে প্রচারের নামার নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে দলের নেতা-মন্ত্রীদের।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় অর্থসচিব টি ভি সোমনাথন এদিন দিল্লিতে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর আমাদের নির্দেশ দিয়েছে, বাংলার বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে। বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে আমরা সেই প্রেক্ষিতে কথা বলেছি। জানতে চাওয়া হয়েছে, কোন প্রকল্পের কত টাকা আটকে রয়েছে। এবং কেন তা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ সব রাজ্যকেই অর্থ কমিশনের গাইডলাইন মেনে চলতে হবে। সেট স্বচ্ছ থাকলে, আর কোনও সমস্যা থাকে না।